দু:খিনী বর্ণমালা

আমার ছেলে ঋভু গত বছর হাই স্কুলে উঠেছে। হাই স্কুলে ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি আরো দুটো ভাষা শিখতে হবে। ঋভু প্রথম সেমিষ্টারে ফ্রেঞ্চ শিখেছে আর এ বছর জার্মান ভাষা শিখবে। ওর স্কুল আমাদের কাছ থেকে সেই সম্মতি পেয়েছে। আমরা আসলে ঋভুকে কি শিখার সম্মতি দিয়েছি? জার্মান ভাষা নাকি জার্মান সংস্কৃতি? ঋভু স্কুলে যাবে শিক্ষকের কাছ থেকে জার্মান ভাষা শিখবে এবং এক সময় হয়তো সেই ভাষায় কথাও বলতে পারবে। কিন্তু ও কখনও জার্মানী হতে পারবে না। জার্মান ভাষায় কথা বললেই জার্মানী হওয়া যায় না। হয়ত সেই সংস্কৃতির বিশেষ কিছু উৎসব আচার আচরনের কথা জানবে। কিন্তু জার্মান সংস্কৃতির সাথে হয়ত ওর সখ্যতা হবে না।

ঋভু চমৎকার বাংলা বলে । ঘরে ও সবার সাথে বাংলায় কথা বলে। একটু একটু বাংলা পড়তে পারে। আর এই বয়সে বাংলা সংস্কৃতির যা যা জানা দরকার তার প্রায় সব টুকুই ও জানে। বাবা মার সাথে প্রায় সব অনুষ্ঠান এবং পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়। তবে সব 'মনে' নেয় কিনা তা বলা যাবে না। আমরা চেয়েছিলাম ঋভু কেবল বাংলা ভাষাটি শিখবে না, সেই সাথে শিখবে আমাদের সংস্কৃতি। ঋভুর জন্য বাংলা শিখা আর জার্মান ভাষা শিখার এই যাত্রাটি সম্পূর্ন ভিন্ন।

উপরের ভূমিকাটি দেবার একটি কারন আছে। প্রবাসে বাংলা শিখানোর জন্য অনেক সংগঠন বাংলা স্কুল পরিচালনা করছেন। দুটি বাংলা স্কুলের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। খুব কাছ থেকে তাদের কাজগুলো দেখেছি। আমার মনে হয় আমাদের একটি বিষয় খুব পরিষ্কার হওয়া উচিত। আমরা আমাদের সন্তানদের কি শেখাতে চাই? 'বাংলা ভাষা' নাকি 'বাংলা সংস্কৃতি'? অবশ্যই ভাষা সংস্কৃতির অংশ। তবে কেউ কেবল 'ভাষা' শিখতে পারে এবং তাকে সেই ভাষার সংস্কৃতির সাথে এক আত্মা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমার স্বল্প অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি তা হলো- বাংলা স্কুল গুলো এই দুই উদ্দেশ্য এক করে ফেলেছে এবং তারা চান আমাদের সন্তানেরা একজন 'বাঙ্গালী' হয়ে উঠুক। আর সমস্যার শুরু ঠিক এইখান থেকে। বিষয়টি খুলে বলি। আমরা আমাদের সন্তানদের বাঙ্গালী বানানোর প্রক্রিয়ায় প্রথমে বাংলা ভাষা শিখানোর চেষ্টা করি এবং সেই সাথে আমাদের সংস্কৃতির দানা তাদের মনে বুনে দেই। ভাষা শিখানোর জন্য খুব একটা কষ্ট করার দরকার নেই কারন আমাদের বর্ণমালা রয়েছে , রয়েছে বই ,গল্প। সমস্যা হচ্ছে এই বর্ণমালা শেখানোর উপাদান যে ভাবে এই শিশুদের কাছে উপস্থাপন করা হয় তা মোটেই আকর্ষনীয় নয়। এই শিশুগুলো যখন তাদের স্কুলে যায়, সেখানে তারা হাজার রকমের লার্নিং মেটেরিয়েল দিয়ে ইংরেজী শিখে। স্কুলে ইংরেজী শেখা যত আনন্দদায়ক, বাংলা স্কুলে বাংলা শেখা কিন্তু তত আনন্দদায়ক নয়। ওরা বলে,'ইটস বোরিং। বাবা-মা রাগ করে তাই স্কুলে আসি'। কিন্তু বাংলা বর্ণমালা কি আসলেই বোরিং? আমাদের 'ঠাকুরমার ঝুলি' কি তাদের কল্পনার আকাশকে নানা রংয়ে রাঙ্গাতে পারে না? কেউ কি 'দি ইনক্রেডিবল' কার্টুন সিনেমাটি দেখেছেন? এখান কার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো ছবিটি মুক্তি পাবার পর সব কিছুতেই 'ইলাষ্টিক বয়ের' ছবি খুঁজে বেড়াতো। অথচ এই ইলাষ্টিক বয় চরিত্রটি কিন্ত ঠাকরুমার ঝুলির একটি গল্পে রয়েছে। আমাদের শিশুরা ঠাকুমার ঝুলি থেকে চরিত্রটি চিনলো না। ওরা ইলাষ্টিক বয়কে দেখলো বিদেশী ছবিতে। আমাদের বাংলা ভাষা এবং গল্পে শিশুদের মনকে আলোড়িত করার যত উপাদান রয়েছে তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া এখনও পায়নি। ফলে সেই গতানুগতিক ভাবে শিশুদের বাংলা ভাষা শিখাতে গিয়ে আমরা বাংলা ভাষাকে একটা বোরিং সাবজেক্ট হিসাবে তুলে ধরছি। আহারে দু:খিনী বর্ণমালা!

শুরুতেই বলেছি যে আমরা আমাদের সন্তানদের কেবল ভাষা নয় সেই সাথে বাংলা সংস্কৃতিও শিখাতে চাই। আমার কাছে সংস্কৃতির মানে-এই আমরা যা করি, যে ভাবে জীবন যাপন করি, কথা বলি, বিশ্বাস করি, উৎসব পালন করি এ গুলোই আমাদের সংস্কৃতি তৈরী করে। সংস্কৃতি কোন ছকে বাঁধা নিয়ম কানুন নয় । সংস্কৃতির এই আচার-আচরন প্রতিনিয়ত আমরা তৈরী করি। উদাহরন হিসাবে বলি এখন সিডনীতে পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারী যে ভাবে পালন করা হয় ২০ বছর আগে ঠিক এভাবে পালন করা হতো না। সিডনীর বাঙ্গালীরা প্রবাসী বাঙালী সংস্কৃতিতে নতুন কিছু সংযোজন করেছে এবং এগুলো এখন আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাড়িয়েছে। অর্থাৎ আমরা প্রতিদিনের বেঁচে থাকায় যে যে আচার-আচরন করি তা

আমাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন। তাহলে এবার একটি কোটি টাকার প্রশ্ন করি। আমাদের সংস্কৃতির এই বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানগুলো করতে গিয়ে আমরা যা যা করি তার সব কিছু কি আমাদের সন্তানদের শিখাতে চাই? বাংলা স্কুলের বেশ কিছু ছেলে মেয়ের সাথে আমার সখ্যতা হয়েছে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল ওরা এই বাংলা সংস্কৃতিকে কি ভাবে দেখে? আমি একটুও বিস্মিত হয়নি ওরা যখন বলে, 'বাংলা কালচার মানে আঙ্কেলদের ফাইটিং। অনুষ্ঠান নিয়ে আঙ্কেলরা ফাইট করে তার পর এক জন আরেক জনের সাথে কথা বলে না। কেউ কারো বাড়ী যায় না। আমরা আমরা কিন্তু ভাল বন্ধু থাকি। কিন্তু আঙ্কেল আর বাবা দেখা হলেও কথা বলে না'। আরেক দল বলল, 'বাংলা অনুষ্ঠান মানে ২ ঘন্টা লেইটে অনুষ্ঠান শুরু করা। অনুষ্ঠানের মধ্যে আঙ্কেল-আন্টিরা গান না শুনে নিজেরা জোড়ে জোড়ে কথা বলে। বাচ্চাদের কথা কেউ শোনে না'। আমি পাল্টা জিঞ্জেস করি, 'বাড়ীতে বাংলা কালচার প্র্যাকটিস করো না'? ওদের উত্তর যেন তৈরী হয়ে আছে। এক নি:শ্বাসে বলে,' বাড়ীতে বাবা মা যখন কোন বিষয় নিয়ে ডিবেট করে জিততে পারে না তখন মা একটা লেকচার দিবে -শোন,এটা আমাদের কালচার না। আমরা এভাবে বড় হয়নি। আমাদের কালচারকে রেসপেক্ট করতে হবে। আমাদের আব্বা আম্মা যে ভাবে আমাদের বড় করেছে আমরাও তোমাকে সে ভাবে বড় করতে চাই। এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে।'

আমার ভয়টি এখানে। যে সংস্কৃতির সাথে নিজেকে আবদ্ধ করে আমি জীবন পাই, যে বাংলা সংস্কৃতিকে আমার বেচেঁ থাকার শক্তি ভাবি সেই একই সংস্কৃতিকে এই নতুন প্রজন্ম ভাবে - বোরিং , ঝামেলা, বাবা-মা'র লেকচার। তাহলে ওরা বাংলা সংস্কৃতিকে কেন নিজের সংস্কৃতি মনে করবে? ওরা যা যা অভিযোগ করেছে সব কি মিথ্যে? যদি এগুলো মিথ্যে না হয় তাহলে আমরা কি আমাদের সংস্কৃতির এই দিকগুলো ওদের শিখাতে চাই? ওদের সামনে আমরা কি খুব ভালো কিছু উদাহরন রেখে যাচ্ছি? সংস্কৃতির সহজ অর্থ যদি হয় আমাদের আচার-আচরন তাহলে আমাদের একবার আয়নার সামনে দাড়ানো উচিত। বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার নামে নিজেদের মাঝে দলাদলি, কাঁদা ছুড়াছুড়ি করে- আমরা আমাদের প্রজন্মকে কতদূরে সরিয়ে দিচ্ছি? একটা বিষয় বোধ হয় আমরা ভুলে যাই যে শিশুদের জন্য ঘর হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্কুল। ঘরে বাংলা চর্চা না করে কেবল সপ্তাহে একদিন বাংলা স্কুলে পাঠিয়ে ওদের বাংলা ভাষা শেখানো যাবে না। তেমনি আমরা ঘরে যা যা করি সেগুলো আমাদের সংস্কৃতির অংশ। অতএব ঘরের এই আচার-আচরন দিয়ে যদি ওদের আকৃষ্ট করতে না পারি তবে ওরা আমাদের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি মনে করবে না। আর অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমরা যা যা করি তা না বদলালে এই প্রজন্ম কখনই এই সংস্কৃতির হাল ধরবে না। একটি প্রশ্ন আমাকে সব সময় বিব্রত করে। যে দেশে আমার সন্তান বড় হচ্ছে, যে দেশের পরিবেশে আর মানুষের সাথে সখ্যতা করছে প্রতিদিন, যে দেশের ভাল সব কিছু দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ন করছে -সেই দেশের সংস্কৃ তি কেন আমার সন্তানের সংস্কৃতি হবে না? আমি কখনই আশা করি না যে প্রবাসে বেড়ে উঠা এই প্রজন্ম এতশত ভাগ বাঙ্গালী হয়ে উঠুক। ওরা এখানে মূল স্রোতের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। অতএব এই মূল স্রোতের সংস্কৃতি হোক ওদের শক্তি। তবে শিকড়ে জল পড়ুক বাংলা সংস্কৃতির। তবেই ওরা হয়ে উঠবে আরো শক্তিশালী।

সবশেষ একটি কষ্টের কথা না বললেই নয়। বাহান্ন সনে আমার বাংলা বর্ণমালা যুদ্ধ করেছে উর্দুর বিরুদ্ধে। আর এখন এই প্রবাসে দু:খিনী বর্ণমালা লড়ে যাচ্ছে আর্বির সাথে। ধর্মের সাথে কি সংস্কৃতির লড়াই চলে? ধর্ম সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু আবাক এবং বিস্ময় নিয়ে দেখেছি যখন বাংলা স্কুলে ধর্ম শেখার জন্য বাবা-মা যত আগ্রহ নিয়ে সন্তানদের নিয়ে আসেন, তত আগ্রহ নিয়ে তাদের বাংলা সংস্কৃতি শেখার জন্য উৎসাহিত করেন না। কেউ কেউ তো বাংলা স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার পর- ছেলে মেয়ের হাত ধরে সোজা বাড়ী নিয়ে যান। প্রশ্ন করলে অজুহাতের লম্বা লিষ্টি বেড় করে দেন। বাবা-মা'র হাত ধরে ঐ ছোট্ট শিশুটির শরীর চলে যায় বাড়ীতে- কিন্তু মন রয়ে যায় ঐ স্কুলে। ও অবাক বিস্ময়ে দেখে ওর বন্ধুরা গান গায়-

'প্রজাপ্রতি প্রজাপ্রতি

কোথায় পেলে ভাই এমন রঙ্গীন পাখা?'

সেই ছোট শিশুরও কি প্রজাপ্রতির রঙ্গীন পাখা গায়ে লাগিয়ে নাচতে ইচ্ছা করে? ওর কি গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছা করে? আমি জানি -করে। ওদের ও মায়ের ভাষায় গান গাইতে ইচ্ছে করে। কারন ওদের মনের ভিতর এখনও নাচানাচি করে বাংলা বর্ণমালা। কেবল ওর বাবা-মা জানলো না- হাত ধরে, জোড় করে যাকে বাড়ী নিয়ে এলো- ওর মন তখন তাদের ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সাথে প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে। আসলে আমরাই পারিনা এ বর্ণামালা দিয়ে কথা সাজিয়ে ওদের মুখ ভরিয়ে

দিতে । এই প্রবাসে আমাদের বাংলা ভাষার কোন শত্রু নেই । তারপরও আমরা নিজেরাই বড় বাঁধা হয়ে বাংলা সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি প্রবাসে বেড়ে ওঠা আমাদের প্রজন্মকে । এখানেও বর্ণমালা আমার দু:খিনী রয়ে গেল ।

পুনশ্চ: যে সকল অভিভাবক, কর্মকর্তা এবং শিশুরা এত বাধাঁর পরও বাংলা এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রেমে জড়িয়ে আছেন- তাদের জন্য রইলো একুশের শুভেচ্ছা । শুধু অনুরোধ- আমরা আমাদের ভালো কাজগুলো দিয়ে প্রবাসে বেড়ে উঠা এক ঝাঁক শিশু এবং তারুণ্যকে এই সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখাবো ।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক

probashimartins@gmail.com

(লেখাটি একুশে একাডেমী'র ২১শে'র সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে)